MAR. 21 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফেনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দফায় দফায় হাজারী বাহিনীর হামলা

যুগান্তর রিপোর্ট

ফেনীতে হাজারীবাহিনী দফায় দফায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা করছে। আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার, আধিপত্য বিস্তার, ভোটকেন্দ্র দখলের অংশ হিসাবে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী ব্যক্তির প্রভাবের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা করে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিকার হচ্ছে না। ভয়ে কোন প্রতিষ্ঠান থানায় গিয়ে মামলা করার সাহস পাচ্ছে না।

হাজারীবাহিনীর হামলার শিকার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে বর্তমানে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ। ৩টি পেট্রোল ঢেলে ভস্মীভূত করা হয়েছে, এসব

ফেনী : পৃষ্ঠা : ১১ কলাম : ৫

ফেনী : হাজারী বাহিনীর হামলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের একমাত্র অপরাধ এই স্কুলগুলোর কোনটি বিএনপি প্রভাবাধীন এলাকায় অবস্থিত। কোনটি সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারীর বিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত বা তাদের প্রতিষ্ঠিত।

গত ১৭ মার্চ গভীর রাতে দাগনভূঞা থানার সেকান্দরপুর গ্রামে অবস্থিত এমজিবি কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে সম্পূর্ণ স্কুলটি আগুনে ভস্মীভূত হয়। স্কুলটির অপরাধ এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা দেলোয়ার হোসেন বিএনপির দাগনভূঞা থানা সভাপতি। তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের পূর্বপুরুষের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে। স্কুল ভবনটি পোড়ানোর তাৎক্ষণিক কারণ ছিল গত ১০ মার্চ এই স্কুল মাঠে স্থানীয় বিএনপির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজারীবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। গত ১৫ জানুয়ারি দাগনভূঞা থানার ওমরপুর গ্রামে সুলতানা মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় হাজারীবাহিনীর ৪০/৫০ জন ক্যাডার রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে সম্পূর্ণ স্কুল ভবনকে মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দেয়। গ্রামবাসী প্রতিরোধে এগিয়ে এলে তাদের ওপর বোমা ও গুলি ছোড়া হয়। স্কুলটিকে গুঁড়িয়ে সন্ত্রাসীরা চলে যায়। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ইফতেখারুল আলম এককালের ফেনীর ছাত্রনেতা ছিলেন। পরে হাজারীর সঙ্গে বিরোধ বাধলে তিনি ফেনী ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর বর্তমান সরকারের আমলে তিনি ও তার পরিবার তাদের শিক্ষয়ত্রী মা সুলতানা আক্তারের নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিরোধের জের ধরে স্কুলটিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে প্রতিষ্ঠাতারা জানায়।

'৯৯ সালে এই বাহিনী জায়লস্কর ইউনিয়নের সিলোনীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন রাতের বেলা পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়। নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভস্মীভূত এই স্কুল এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে বিদ্যা শিক্ষা করছে। ওই একই বছর দু'দুবার ফেনীর মহিপালে অবস্থিত ফেনী মেডিকেল কলেজে হাজারীবাহিনী আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মজিবুল হক বিএনপি নেতা বলে পরিচিত ছিলেন। সর্বশেষ একই বছর ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা রাতে ৩/৪টি মাইক্রোবাস নিয়ে হাজারীবাহিনী কলেজ আক্রমণ করে। বোমা ও গুলি করে কলেজের গার্ড, কর্মচারী, ডাক্তার ও হাসপাতালে অবস্থিত রোগীদের তাড়িয়ে দেয়। তারপর একে একে কলেজের ৩ তলা ভবনের অফিস কক্ষ, যন্ত্রপাতি, রোগীদের বিছানাপত্র ও ফার্নিচার পেট্রোলের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সে থেকে কলেজের নিজস্ব ৩ তলা ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে কলেজটিকে ঢাকায় নিয়ে কোন রকমে টেকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

'৯৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি স্কুল ও হাসপাতালের কাজ উদ্বোধন করার জন্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, কানাডাসহ ১০টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও সাহায্য সংস্থা সেল কোম্পানির চেয়ারম্যান পরশুরাম থানার চিথলিয়ার রতনপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রদূতসহ অতিথিরা ফেনীতে হেলিকপ্টারে এসে গাড়িযোগে পরশুরাম যাওয়ার পথে হাজারীর স্ট্র্যাটারিং বাহিনীর সদস্যরা অতিথিদের গাড়ির ওপর হামলা চালায় ও বোমা ফাটিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের গাড়ির বহরকে ফিরিয়ে দেয়। অতিথিরা আবার ঢাকা ফিরে যায়। বিরোধী বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ বিদেশী দাতা সংস্থার এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার এলাকায় এই স্কুল ও হাসপাতাল করতে যাচ্ছে এটা হাজারীবাহিনীর পছন্দ হয়নি। আজ পর্যন্ত কাজটি বন্ধ রয়েছে।

২ হাজার সালের ৬ নবেম্বর হাজারীবাহিনী গোবিন্দপুর ফাজিল মাদ্রাসার সব রুমে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে যায়। হাজারীবাহিনীর এক যুবকের সঙ্গে মাদ্রাসার কিছু ছাত্রের মারামারি হলে হাজারীবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে মাদ্রাসায় তালা লাগায়। পরে মাদ্রাসার সব শিক্ষক ছাত্র গিয়ে ৩ দিন পর মাদ্রাসার চাবি আনতে সক্ষম হয়।

'৮৭ সালে ফেনীর ঐতিহ্যবাহী কারিগরি মহাবিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। ফেনী শহরতলির রানীরহাটে অবস্থিত এই কলেজের পাশেই বিএনপি নেতা ভিপি জয়নালের বাড়ি, ভিপি জয়নালের শক্তির উৎস ছিল এই কলেজ এবং তার সমর্থিতরা বরাবর ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়। ভিপি জয়নালের প্রভাব খর্ব করার জন্য জেলা প্রশাসনকে ব্যবহার করে প্রথমে কলেজটিকে সাময়িকভাবে ও পরে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। কলেজ ছাত্র ও শিক্ষকদের অন্য কারিগরি কলেজে বদলি করে পাকিস্তান শাসনামলের প্রথমদিকে তৈরি কলেজটিকে পরিত্যক্ত করে দেয়া হয়। এখন কোটি কোটি টাকার এই কলেজের বিভিন্ন স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি চোর ডাকাত খুলে খুলে নিচ্ছে। এছাড়া ফেনীর আরও শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজারীবাহিনী জোর করে কমিটি করেছে। ঐতিহ্যবাহী ফেনী আলীয়া মাদ্রাসায় কমিটি করা হয়েছে মাতাল ও খুনের আসামি দিয়ে। প্রতিষ্ঠান এসব কমিটি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বছর বছর হাজারীবাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করলেও প্রশাসন এর কোন প্রতিকার করেনি। কেউ মামলা করতে গেলেও সযত্নে তা গ্রহণ করেনি। বরং অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ওপর উল্টা চাপ প্রয়োগ করেছে। সাহায্য করেছে হাজারীবাহিনীর প্রভাব বৃদ্ধিতে। এসব ধ্বংসাত্মক কাজের মূল লক্ষ্যই ছিল আগামী নির্বাচন এবং নির্বাচনে যাতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে। আর এতে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সংযত থাকবে। কারণ একটি, তা হচ্ছে বিভিন্ন কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসায় ভোটকেন্দ্র হয়ে থাকে।